তথ্য, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট বই

২০২২-২০২৭

উপজেলা পরিষদ

মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী।

তথ্য, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট বই

২০২২-২০২৭

কারিগরি সহযোগিতায়:

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি), স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইউএনডিপি

প্রকাশক

উপজেলা পরিষদ
মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী।

তথ্য, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট বই ২০২২-২০২৭

উপজেলা পরিষদ, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী।

উপদেষ্টাঃ

জনাব এ্যাড. মোঃ শাহজাহান মিয়া এমপি
জাতীয় সংসদ সদস্য
১১১- পটুয়াখালী-০১

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ

জনাব খান মোঃ আবু বকর সিদ্দিকী
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী।

গ্রন্থস্বত্বঃ

উপজেলা পরিষদ, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী।

সম্পাদনাঃ

জনাব শঙ্কর কুমার বিশ্বাস
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী।

□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□:

□□□□ □□□ □□□□□□□□□ আলম
□□□, □□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□

অর্থায়নেঃ

উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (ইউজেডজিপি), স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০২২ খ্রিঃ

বাণী

মির্জাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ২০২২-২০২৭ অর্থ বছরের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ পরিকল্পনা বইয়ে মির্জাগঞ্জ উপজেলার উন্নয়নের ভিশন ও মিশন বিস্তারিতভাবে বিধৃত হবে হলেই আমার নিশ্বাস।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ১৯৯৬ সনে দায়িত্ব গ্রহণের পর উপজেলা পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তনের জন্য ১৯৯৮ সনে উপজেলা পরিষদ আইন পাশ করে। ২০০১ সনে বিএপি সরকার আবার ক্ষমতা গ্রহণের পর উপজেলা পরিষদ আইনটি অকার্যকর করে রাখে। ফলে জনগণ উপজেলা পরিষদের সুফল লাভে বঞ্চিত হয়। জননেত্রী শেখ হাসিনা পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণের পর জনকল্যাণ ও সুশাসন নিশ্চিতকল্পে কাল বিলম্ব না করে উপজেলা পরিষদ বিধিমালা-২০১০ (আর্থিক কর্তব্য ও সুবিধা) প্রণয়ন করেন। এসব আইন ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালনের মাধ্যমে জনগনের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মির্জাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ অন্যদের অনুসরনীয় হয়ে উঠবে-এ প্রত্যাশা করি।

আমি মির্জাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ২০২২-২০২৭ অর্থ বছরের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। একইসাথে আমি মির্জাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করি।

এ্যাড. মো: শাহজাহান মিয়া এমপি
জাতীয় সংসদ সদস্য-১১১
পটুয়াখালী-০১
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্টের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের **''তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট ২০২২-২০২৩ থেকে ২০২৬-২৭''** প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। উপজেলা পরিষদকে একটি আধুনিক, গণমুখী, সেবাধর্মী, যুগোপযোগী ও গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে রূপদানে এ প্রকাশনা নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। জনপ্রতিনিধি, প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও জনগণের মাঝে কল্যাকর সমন্বয় ও উপজেলা পরিষদকে অধিকতর দায়িত্বশীল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রয়াসে তথাপি উপজেলা পরিষদ আইন যথাযথ বাস্তবায়নকল্পে এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলার উন্নয়নে এ প্রকাশনার প্রতিটি উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

উপপরিচালক
স্থানীয় সরকার
পটুয়াখালী।

বাণী

মির্জাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২০২৭ অর্থ বছর) প্রণয়ন করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন উপজেলার অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ পরিবেশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার পাশাপাশি উপজেলা পরিষদকে অধিকতর কার্যকর ও গতিশীল করে তুলবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি দক্ষ ও বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গড়ে তুলতে উপজেলা পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করতেও এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

জনগণের অংশগ্রহণে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা বর্তমান যুগে উন্নয়ন কর্মধারার একটি অংশে প্রণীত হয়েছে। এতে জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটিয়ে উন্নয়ন কর্মকান্ডের যুতসই কৌশল গ্রহণ করা সম্ভব।

একটি ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উপজেলা পর্যায়ে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আমি মির্জাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। এই পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন এবং মির্জাগঞ্জ উপজেলার উত্তোরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জেলা প্রশাসক
পটুয়াখালী

বাণী

পটুয়াখালী জেলার ৮টি উপজেলার মধ্যে মির্জাগঞ্জ উপজেলা ৬টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত হলেও ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক অবস্থার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ এবং পটুয়াখালী জেলার প্রবেশদ্বার। ছোট-বড় নদী , খাল-বিল, পুকুর, ধান-পাট,ফল-ফলাদি, সবজী ও মৎস্য উৎপাদনে সমৃদ্ধ ধনী-গরিব সকল শ্রেণীর মেহনতী মানুষের চাহিদা ও অভাব-অভিযোগগুলো মাথায় রেখে শিক্ষা, কৃষি ও দারিদ্র্য বিমোচনকে অগ্রধিকার দিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উপজেলা গভর্ন্যানস প্রজেক্ট (ইউজেডজিপি) এর সহায়তায় ও এর নীতিমালা অনুসরণ করে মির্জাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ২০২২-২০২৩ খ্রিঃ হতে ২০২৬-২০২৭ খ্রিঃ অর্থ বছরের তথ্য, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকার উপজেলা পরিষদকে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে রূপায়নের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের জন্য নানামুখী প্রকল্প ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনা, সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ এবং সৎ, সুশিক্ষিত জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মাধ্যমেই তা বাস্তবায়ন সম্ভব। এ বিষয়টি মাথায় রেখে মির্জাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের তথ্য, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট বই সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যাতে উপজেলা পরিষদে সুশাসন প্রতিষ্ঠা,স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন সম্ভব হয়। এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মির্জাগঞ্জ উপজেলা পরিষদকে আরও অধিক কার্যকর গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে এবং এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রনয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকল জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারি সহ যারা নিরলস ভাবে প্ররিশ্রম করে একটি সুন্দর বই উপহার দিয়েছে তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

খান মোঃ আবু বকর সিদ্দিকী
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী।

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার মহানায়ক, বাংলাদেশের স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর উপজেলা পরিষদের সঠিক কর্মপরিকল্পনা, সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়ন কেবল সৎ,সুশিক্ষিত,জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন সম্ভব। আর এ কথা মাথায় রেখেই স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট(ইউজেডজিপি) এর প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

উপজেলা পরিষদ আইন ও উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স প্রকল্প নীতিমালা অনুসরণ করে মির্জাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ২০২২-২০২৩খ্রিঃ হতে ২০২৬-২০২৭খ্রিঃ অর্থ বছরের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই উপজেলা পরিষদে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতসহ উপজেলা পরিষদকে আরো অধিক শক্তিশালী ও কার্যকর করবে। সেই সাথে গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে উপজেলাবাসী উপকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস। এ উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

(মোসাঃ তানিয়া ফেরদৌস)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী।

সূচীপত্র

১. প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ও উপজেলা পরিচিতি

১.১ ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট..
১.২ উপজেলা পরিচিতি..
১.৩ উপজেলা ঐতিহ্য
১.৪ উপজেলার নামকরণ
১.৫ উপজেলার নদ-নদী
১.৬ পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য ঃ
১.৭ উপজেলা তথ্য ও পরিকল্পনা বই প্রণয়নের ধাপ সমূহ ঃ
১.৮ বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়েনর সীমাবদ্ধতা সমূহ ঃ

২. দ্বিতীয় অধ্যায়

তথ্য সম্ভার

২.১ উপজেলার সাধারণ তথ্য ঃ (এক নজরে মির্জাগঞ্জ উপজেলা)
২.২ উপজেলা খাতভিত্তিক তথ্য সম্ভার
২.২.১ হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের সাধারণ তথ্য
২.২.১.১ প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি)
২.২.১.২ স্বাস্থ্য বিভাগ
২.২.১.৩ পরিবার পরিকল্পনা
২.২.১.৪ মৎস্য বিভাগ
২.২.১.৫ উপজেলা সমাজকল্যাণ বিভাগ
২.২.১.৬ উপজেলা যুব উন্নয়ন বিভাগ
২.২.১.৭ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা
২.২.১.৮ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা
২.২.১.৯ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস
২.২.১.১০ উপজেলা কৃষি অফিস
২.২.১.১১ উপজেলা বন অফিস
২.২.১.১২ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
২.২.১.১৩ উপজেলা মহিলা বিষয়ক
২.২.১.১৪ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস
২.২.১.১৫ উপজেলা সমবায় অফিস
২.২.১.১৬ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস
২.২.২ অহস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের সাধারণ তথ্য
২.২.২.১ বাংলাদেশ পুলিশ, মির্জাগঞ্জ থানা
২.২.২.২ খাদ্য অফিস
২.২.২.৩ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
২.২.২.৮ বাংলাদেশ ডাক বিভাগ
২.২.৩ ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের সাধারণ তথ্য
২.২.৩.১ মাধবখালী ইউনিয়ন
২.২.৩.২ মির্জাগঞ্জ ইউনিয়ন
২.২.৩.৩ আমড়াগাছিয়া ইউনিয়ন
২.২.৩.৪ দেউলীসুবিদখালী ইউনিয়ন
২.২.৩.৫ কাকড়াবুনিয়া ইউনিয়ন

৩. তৃতীয় অধ্যায়

উপজেলা পরিষদের সম্পদ মানচিত্র

৩.১ ভূমিকা
৩.২ উপজেলা পরিষদের ৩ বছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল

৪. চতুর্থ অধ্যায়

২০২২-২০২৭ অর্থ বছরের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি

৪.১ রূপকল্প (Vision)
৪.২ উপজেলার পাঁচটি প্রধান সমস্যা বা সেক্টর চিহ্নিত করে প্রতি বছরের অগ্রাধিকার তালিকা নিম্নরূপ
৪.৩ মিলেনিয়াম ডেভেলভমেন্ট গোল (MDG) এর লক্ষ্য অর্জনে খাত ভিত্তিক উন্নয়নের আলোকে আগামী পাঁচ বছরে মির্জাগঞ্জউপজেলাকে যেভাবে দেখতে চাই

৫. পঞ্চম অধ্যায়

উন্নয়ন প্রস্তাব

৫. মির্জাগঞ্জউপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১২-২০২৭
৫.১ বিভাগ ভিত্তিক ৫ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা
- ৫.১.১ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ
- ৫.১.২ উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ
- ৫.১.৩ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন বিভাগ
- ৫.১.৪ উপজেলা খাদ্য
- ৫.১.৫ উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
- ৫.১.৬ উপজেলা সমবায়
- ৫.১.৭ উপজেলা যুব উন্নয়ন বিভাগ
- ৫.১.৮ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌলশল অধিদপ্তর
- ৫.১.৯ উপজেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ
- ৫.১.১০ উপজেলা মৎস্য
- ৫.১.১১ উপজেলা কৃষি বিভাগ
- ৫.১.১২ উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
- ৫.১.১৩ উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ
- ৫.১.১৪ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ
- ৫.১.১৫ উপজেলা শিক্ষা বিভাগ
- ৫.১.১৬ উপজেলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ

৫.২ ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের পরিকল্পনা
- ৫.২.১ মাধবখালী ইউনিয়ন পরিষদের ২০২২-২০২৭ অর্থ বৎসরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা
- ৫.২.২ মির্জাগঞ্জইউনিয়ন পরিষদের ২০২২-২০২৭ অর্থ বৎসরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা
- ৫.২.৩ আমড়াগাছিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ২০২২-২০২৭ অর্থ বৎসরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা
- ৫.২.৪ দেউলীসুবিদখালী ইউনিয়ন পরিষদের ২০২২-২০২৭ অর্থ বৎসরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা
- ৫.২.৫ কাকড়াবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ২০২২-২০২৭ অর্থ বৎসরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

৬. ষষ্ঠ অধ্যায়

২০২২-২০২৭ অর্থ বছরের বাজেট

৬.১ বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি
৬.২ বাজেট সূচী

৭. সপ্তম অধ্যায়

মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

৭.১ প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি

১. প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট

১.১ ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট ঃ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে শাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থাকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নেই। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি গুরুত্ব পূর্ণ স্তর। বর্তমান সরকার উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এছাড়া উন্নয়নের মূল ও প্রথম শর্ত সুষ্ঠু কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ। উপজেলা পরিষদের মানসম্পন্ন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যাতিত প্রকৃত ও বাস্তবসম্মত উন্নয়ন কখনও সম্ভব নয়। আর কেবল মেধাবী, প্রতিভাবান, সৎ-সুশিক্ষিত, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি, স্থানীয় জনগনের সচেতনতা এবং জনপ্রতিনিধিদের আন্তরিক প্রচেষ্টার সমন্বয়েই প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। কাজেই আখাউড়া উপজেলার তৃণমূল পর্যায়ে জনগনের সমস্যা ও চাহিদার বাস্তব ভিত্তিক সমাধানের নিরিখে অভিজ্ঞ জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা পরিষদের প্রতিটি বিভাগ ও দপ্তরের কর্মকর্তাদের চিন্তা, চেতনা, মননশীলতা এবং নান্দনিকতার সম্বনয়ে সরকার ঘোষিত উন্নয়নের রূপরেখার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি তথ্য, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। উপজেলার প্রতিটি ঘরে ঘরে এ পরিকল্পনা সুফল যেন পৌছানো যায়, তাই এ পরিকল্পনার লক্ষ্য। ২০১৯-২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত গৃহিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মির্জাগঞ্জ উপজেলার সকল মানুষের জীবনে বয়ে আনুক সোনালী ও উন্নত জীবনযাপনের পরিপূর্ণ রূপরেখা।

১.২ উপজেলা পরিচিতিঃ

দুমকী একটি নবগঠিত উপজেলা। যার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ০৮ জুলাই-২০০০। দুমকী গ্রামের তথা দক্ষিন বঙ্গের কৃতি সন্তান সাবেক মন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদ সচিব মরহুম এম. কেরামত আলী সাহেবের প্রচেষ্টায় ১৯৮৩ সালের ২৮ জুলাই দুমকী পুলিশ থানা প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তীতে সবস্তরের দুমকীবাসীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নানা পথ পরিক্রমার মাধ্যমে বতর্মান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত ইচ্ছায় ২০০০ সালের ২ ফেব্রুয়ারী প্রথম উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দুমকীতে কাজে যোগদানের মাধ্যমে দুমকী উপজেলার কাযর্ক্রম শুরু হয়। ২০০০ সালের ৮ জুলাই তৎকালীন ও বতর্মান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক শুভ উদ্বোধন করা হয় আজকের সুরম্য প্রশাসনিক ভবনের ও সৌন্দযর্মন্ডিত উপজেলা কমপ্লেক্সের। একই দিনে তিনি দুমকী উপজেলায় প্রতিষ্ঠা করেন দক্ষিন বাংলার সবর্প্রথম ও সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এ দুমকী উপজেলায় রয়েছে দক্ষিন বঙ্গের আরও একটিগুরুত্বপূর্ন প্রতিষ্ঠান আঞ্চলিক উদ্যানতত্ব গবেষণা কেন্দ্র।

বিস্তারিত ইতিহাসঃ

বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায়, বর্তমান পটুয়াখালী যার মুল নাম ছিল পর্তুগীজদের খাল বা পৌটাখালী। কোন কোন লেখায় উল্লেখ রয়েছে পটুয়ার খাল বা পতুয়ার খাল থেকে পটুয়াখালী নামের উৎপত্তি। ব্রিটিশ প্রশাসনের তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত ছিল আজকের পটুয়াখালী। এ পটুয়াখালী থানার একটি ইউনিয়ন ছিল লেবুখালী। লেবুখালী ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয়টি স্থাপিত হয় দুমকী গ্রামের অধীন পিরতলা বাজারে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যহতি পরে এ এলাকার কিছু মহতি মানুষের উদ্যোগে ১৯৭২ খ্রি. দুমকী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় জনতা কলেজ। এরপর এই কলেজ ক্যাম্পাসে ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠা হয় দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ পটুয়াখালী কৃষি কলেজ। এই বাজার, কলেজ, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমৃদ্ধ ব্যবসা তৎকালীন দুমকীকে একটি থানার মর্যাদায় উন্নীত করণের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। প্রতিষ্ঠিত হয় দুমকী পুলিশ থানা। এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ; শিক্ষক, ইমাম, পেশাজীবি ও সবর্স্তরের দুমকী বাসীকে নিয়ে দুমকী থানাকে একটি প্রশাসনিক থানায় উন্নীত করা ও পটুয়াখালী কৃষি কলেজকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা সহ ৫দফা দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার, প্রশাসন ও রাজনৈতিক বিভিন্ন পর্যায়ে প্রচেষ্টা চালান। এই প্রক্রিয়ার সাথে যারা বিশেষ অবদান রেখেছেন ও সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম- বতর্মান উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব হারুন-অর-রশীদ হাওলাদার, বতর্মান মাননীয় ধমর্প্রতিমন্ত্রী জনাব এডভোকেট আলহাজ্ব শাহজাহান মিয়া, এমপি, সাবেক বস্ত্রপ্রতিমন্ত্রী আ.খ.ম. জাহাঙ্গীর হোসাইন, বতর্মান মাননীয় হুইপ আ.স.ম ফিরোজ এমপি, মোঃ মজিবুর রহমান তালুকদার, এমপি. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম এমপি. মিসেস নার্গিস আরা হক,

এমপি, মরহুম সৈয়দ শামসুল আলম, মরহুম মজিবুর রহমান মৃধা, মরহুম নাসির মৃধা, মরহুম আলী আকবর মৃধা, আংগারিয়া ইউনিয়ের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল হোসেন আবু মিয়া, আবদুল হক ইঞ্জিনিয়ার, লেবুখালী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, সৈয়দ শাহআলম, মাহতাব উদ্দিন মিয়া, মাষ্টার আবদুল মজিদ, সুলতান খান, মাওলানা রুহুল আমিন, বতর্মান প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব আবদুল মালেক, তৎকালীন উপদেষ্টা ড. এস.এ মালেক, প্রতিমন্ত্রী ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর, তৎকালীন ভূমি প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব রাশেদ মোশাররফ, কৃষিবিদ বাহাউদ্দিন নাসিম, আবদুল মান্নান হাওলাদার (সচিব), সাবেক যুগ্নসচিব মরহুম আবদুল খালেক, আলতাফ হোসেন তালুকদার, মরহুম এছাহাক আলী মৃধা, আলী হোসেন মুন্সী, প্রফেসর আ.ক.ম মোস্তফা জামানসহ আরও অনেকে। (তথ্য সূত্র : মাওলানা আলমগীর হোসাইন, সাবেক প্রশাসক, শ্রীরামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, দুমকী উপজেলা পরিষদ বার্তা-২০১২)।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এক সময় বাকেরগঞ্জের দক্ষিন অঞ্চল ছিল নদীনালা খাল আর বন জংগল দিয়ে ঘেরা। বর্তমান পটুয়াখালী ছিল সুন্দরবনের একটি অংশ। সেখানে কোন মানুষের বসবাস ছিলনা। পটুয়াখালী শহরের উত্তর পাশে পায়রা নদী রয়েছে। পায়রা নদীর উত্তর পারে বিস্তৃত এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে লোক বসতি ছিল। এই লোকবসতি অঞ্চলেই তৎকালের পর্তুগীজ জলদস্যুরা লুটতরাজ করত। সপ্তদশ শতাব্দীতে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের উপদ্রব ও অত্যাচার এতগুনে বেড়ে গিয়েছিল যে এলাকার নদীনালা খাল দিয়ে লাউকাঠী, বদরপুর, পাংগাশিয়া, লেবুখালী, মৌকরণ, শ্রীরামপুর, দুমকী, জলিশা, আংগারিয়া এ সমস্ত এলাকায় তারা এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তখন এ অঞ্চল চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য নামেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ছিল। মূলত তৎকালে হিন্দু রাজারাই এ অঞ্চল শাসন করত। বর্তমানে লোহালিয়া নদীর পশ্চিম পাড়ের মুরাদিয়া, শ্রীরামপুর, জামুরা, পারকার্ত্তিকপাশা তথা বর্তমান দুমকী উপজেলা এলাকা ছিল চিত্রকর, সুতা বিক্রয়কারী এবং হাড়িপাতিল তৈরী ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রসিদ্ধ। আজকের এ দুমকী থানার মধ্যদিয়ে ছিল অজস্র ছোট বড় নদীনালা খাল তার মধ্যে মুরাদিয়া নদী, শ্রীরামপুর নদী, ডাকাতিয়া খাল, কোকারজোড় খাল, গাবতলী, পিছাখালী, পীরতলা খাল, গোদার খাল অন্যতম। যা পরবর্তীতে পলিমাটি পড়ে চর জেগে উঠেছে এবং আস্তে আস্তে জনবসতি গড়ে উঠে। তাই আজও অনেক জায়গার মাটি কেটে গভীরে গেলে পলি মাটির স্তর, ভাংগা হাড়িপাতিল এমনকি বাঁশঝাড়, গোলপাতা ও অনেক মঠ মন্দির ও কাঠের নিদর্শন পাওয়া যায়। এছাড়াও সে যুগের অনেক শান বাধাঁনো ঘাটের দীঘি বা পূরাকীর্তি ইতিমধ্যেই অনেক স্থানে আবিস্কৃত হয়েছে।
এক সময় বরিশাল জেলাকে বাংলার শস্য ভান্ডার বলা হতো। মূলত তার কেন্দ্র বিন্দু ছিল এ দুমকী উপজেলার লেবুখালী বন্দর, মৌকরণ বাজার, কদমতলা বাজার। এ সমস্ত বাজারগুলো বালাম চাউলের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানে বিভিন্ন জাতের ও বিভিন্ন নামের প্রচুর ধান আবাদ হতো। তার মধ্যে আমন মোটা চাল নামকরা। তাছাড়া চিকন ধান, চিঙ্গুরভুষী, বাঁশবহরী, সীতাভোগ, শাক্করখানা আরও কত নামে কত ধান। অত্র এলাকার বিখ্যাত বালাম চাল ছিল গর্ব ও অহংকার। শোনা যায়, কলকাতা থেকে শুরু করে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে থেকে বড় বড় চাল ব্যবসায়ীরা হাজার হাজার মণের বিরাট মাস্তুল তোলা নৌকা ও ঘানী নৌকার মেলা জমাতো। (তথ্য সূত্র : অধ্যক্ষ, জামাল হোসেন, দৈনিক ইত্তেফাক প্রতিনিধি, দুমকী ও জোবায়দুল হাসান, দৈনিক সমকাল প্রতিনিধি, দুমকী)
এক সময় আজকের দুমকী ছিল একটি অপরিচিত নাম। দুমকী থানার গোড়াপত্তন হয় মূলত পীরতলা বাজারকে কেন্দ্র করে । দুমকী থানা ভবন, জনতা কলেজ, সাবেক পটুয়াখালী কৃষি কলেজ (বর্তমান পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়,) রেজিস্ট্রি অফিস, নসীব সিনেমাহল, লেবুখালী ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, পীরতলা বাজার জামে মসজিদ, রুপালী ও কৃষি ব্যাংক গড়ে উঠায় উপজেলা প্রতিষ্ঠার দাবী জোড়ালো ভিত্তি পায়।

পীরতলা নামের উৎপত্তিঃ
জনশ্রুতি আছে, শ্রীরামপুর গ্রামের বর্তমান পীরতলা বাজার এর পূর্ব পাশে খালের পূর্ব পাড়ে একটি বিরাট পীর গাছ ছিল যে গাছটি অনেক উচু ছিল। তার উপর দাড়িয়ে অনেক দুর দেখা যেত। এক সময় গাছটি আস্তে আস্তে মাটির নিচে দেবে যায়। তার সূত্র ধরেই পীরতলা নামকরণ করা হয়। এলাকায় কথিত আছে এ গাছের গোড়া থেকে উত্তরাঞ্চল থেকে আসা পাতিল ব্যবসায়ীরা অনেক মূল্যবান ধনসম্পদ উত্তোলণ করে গোপনে চলে গিয়েছিল।

দুমকী উপজেলার নামকরণঃ

দুমকী নামটি সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তাহলো দুমকী নামটির উৎপত্তি মূলত দ্বি-মূখী একটি খালের নাম থেকে। পটুয়াখালী জেলার লেবুখালী ইউনিয়নের দুমকী একটি গ্রাম। এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করে দক্ষিণাঞ্চলের কৃতি সন্তান জনাব মরহুম এম. কেরামত আলী সাহেব। লেবুখালী ইউনিয়ন পরিষদ ভবন মূলত শ্রীরামপুর গ্রামের পীরতলা বাজারে অবস্থিত। এলাকার তৎকালীন মুরববীগন এম. কেরামত আলী সাহেবের সম্মানে দুমকী গ্রামের নামেই দুমকী থানার নামকরণ করেন। দুমকী থানা ভবন পটুয়াখালী কৃষি কলেজ সব কিছুই শ্রীরামপুর মৌজায় থাকা সত্বেও কেহই ইহার বিরোধীতা করেন নাই। (তথ্য সূত্রঃ মাওলানা আলমগীর হোসেন, প্রাগুক্ত)

মির্জাগঞ্জউপজেলার মানচিত্র

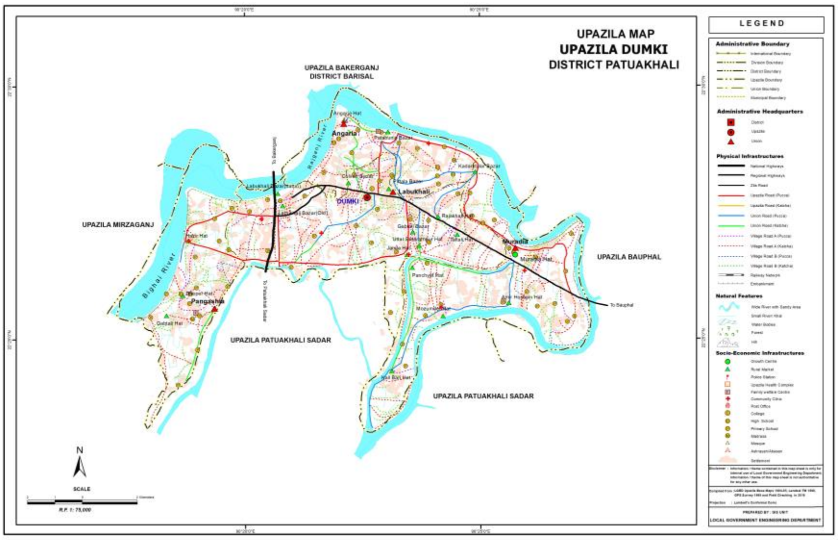

(ক) ভৌগলিক পরিচিতি ঃ **মির্জাগঞ্জ উপজেলা** (পটুয়াখালী জেলা) আয়তন: ৯২.৪৬ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৩°৫৪´ থেকে ২৪°০২´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৪১´ থেকে ৮৯°৫৭´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানাঃ উত্তরে বাকেরগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে সদর উপজেলা, পূর্বে বাউফল উপজেলা, পশ্চিমে মির্জাগঞ্জ উপজেলা ও পায়রা নদী।

১.৫ উপজেলার নদ-নদীঃ

দুমকী উপজেলার উল্লেখযোগ্য নদী পায়রা, পান্ডব ও লোহালিয়া। এক সময় এ নদীই ছিল দুমকী উপজেলায় যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। বর্তমানেও যোগাযোগের ক্ষেত্রে নদী পথের কোন বিকল্প নেই। পটুয়াখালী তথা সমগ্র দেশের মৎস্য চাহিদা পূরণে অন্যতম ভূমিকা রাখে পায়রা নদী।

১.৬ পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য ঃ

তথ্য প্রযুক্তির যুগে যার কাছে যত তথ্য আছে সে, তত সমৃদ্ধশালী। সেই সূত্র ধরেই মির্জাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করা হয়েছে। যেহেতু পরিকল্পনা বইটি অত্র উপজেলার একটি তথ্য ভান্ডার সেহেতু এই বই উপজেলার সকল দপ্তরের, ইউনিয়ন পরিষদের, উপজেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের কাজ কর্মে সহায়তা করবে। এছাড়া অন্যান্য জেলা ও উপজেলা মির্জাগঞ্জ উপজেলা সম্পর্কে একটি সুষ্ঠ ধারনা পাবে। উপরোক্ত কারণে এই পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়াও অত্র পরিকল্পনা বইটি প্রণয়ণে কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্যেশ্য রয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ

ক) মির্জাগঞ্জ উপজেলার জনগণের প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করে পরিকল্পনা করা এবং স্থানীয় সম্পদ অর্জনের মাধ্যেমে পরিকল্পনার আলোকে বাস্তবায়ন করা

খ) মির্জাগঞ্জউপজেলার সবার (স্টক হোল্ডার) অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মির্জাগঞ্জউপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি সাধন;

গ) জনগণের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতি গঠণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করে;

ঘ) পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, শস্য, প্রাণি সম্পদ, মৎস্য ইত্যাদির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;

ঙ) এ উপজেলার পশ্চাদপদ জনগোষ্টিকে অগ্রসরমান করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করা;

চ) এ তথ্য,পরিকল্পনা ও বাজেট বই তেরীর মধ্যে দিয়ে এলাকার জনগণের নিকট উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা।

১.৭ উপজেলা তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের ধাপ সমূহ ঃ

স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৪২ নং অনুচ্ছেদে জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিধান রয়েছে। সে লক্ষ্যে মির্জাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। জাতীয় পরিকল্পনা একাডেমী এর সহযোগীতায় উপজেলা গর্ভন্যান্স প্রজেক্ট এর অর্থায়নে মির্জাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ ০৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এর অগ্রগতি বিষয়ে পুনরায় পরিষদের সকল সদস্য এবং কর্মকর্তাদের নিয়ে পর্যালোচনা সভা করা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের তথ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও অহস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের তথ্য ও পরিকল্পনাও সংগ্রহ করা হয়। এরপর পরিকল্পনা ও বাজেট কমিটি উল্লেখিত পরিকল্পনা ও তথ্য নিয়ে পরপর কয়েকটি সভার মাধ্যমে একটি খসড়া পরিকল্পনা ও তথ্য বই প্রণয়ন করেন। অতঃপর উক্ত খসড়া পরিকল্পনা বইটি পরিষদের বিশেষ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং কিছু সংশোধনী সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা হয়। অতঃপর উক্ত পরিকল্পনা বইয়ের গঠন কাঠামো ও অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে উপজেলা গর্ভন্যান্স প্রজেক্ট এর জাতীয় প্রকল্প পরিচালকসহ ইউএনডিপি এর প্রতিনিধিদের সম্মুখে এটি উপস্থাপন করা হয়। পরিকল্পনা ও তথ্য বইটি তৈরী করতে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নিম্নে উল্লেখিত ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে।

<u>তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া</u>